ক্ষুদ্র ঋণ ও গ্রামীণ ব্যাংক - যাত্রা যার জোবরায়

ড. শামস্ রহমান

এটা সত্য, গ্রামীণ ব্যাংক ও অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ ইউনূস অঙ্গাঙ্গিভাবে জরিত। তিনি একজন অতি পরিচিত ব্যক্তি ত্ব। তাই নতূন করে পরিচয় করিয়ে দেয়া অর্থহীন। তাকে ঘিরে দেশে-বিদেশে অসংখ্য লেখা-লেখি হয়েছে গত কয়েক মাসে। এ লেখাগুলিকে মূলতঃ দুধারায় বিভিক্ত করা যায়। প্রথম ধারার লেখার মূল বিষয়বস্তু সংক্ষেপে যা দাঁড়ায় তা -

- অধ্যাপক ইউনূস নবেল বিজয়ের মধ্যদিয়ে জাতির মুখ উজ্জল করেছেন। তাই দেশের ফাইনানশিয়াল ইনসটিটিউশনের এবং চাকরীর সময় সীমার প্রচলিত নিয়ম যাই হোক না কেন, তাকে গ্রামীণ ব্যাংকের বর্তমান পদ থেকে অব্যহতি দেয়া অযৌতিক।

- বাংলাদেশ ব্যাংক প্রদত্ব এম ডি পদ থেকে অপসারণের নোটিশ উদ্দেশ্য প্রণোদিত।

- অধ্যাপক ইউনূসের অনুপস্থিতিতে অদক্ষ্যতা ও অনিয়মে গ্রামীণ ব্যাংক কাঠামোগতভাবে ভেঙ্গে পড়বে। ফলে, লক্ষ লক্ষ ঋণ গ্রহিতিরা ক্ষুদ্র ঋণের সুফল থেকে বঞ্চিত হবে।

তবে, গ্রামীন ব্যাংক তথা ক্ষুদ্র ঋণ প্রদানকারী সংস্থাগুলি ঋণ গ্রহিতার জন্য কি ধরনের এবং কতটা সুফল বয়ে এনেছে, সে বিষয়ে এ লেখাগুলি তথ্যে সীমিত - মূলতঃ আবেগ তাড়িত। দেশে এ লেখাগুলি প্রকাশিত হয়েছে প্রধানতঃ Daily Star এবং প্রথম আলোয়।

দ্বিতীয় ধারার লেখার মূল বিষয়বস্তু নিম্নরূপ -

- গ্রামীণ ব্যাংকের গোন্ডি ডিঙ্গিয়ে অধ্যাপক ইউনূসকে বাংলাদেশের বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করে।

- গরিবি-হটানোর (poverty reduction) প্রচেষ্টায় ক্ষুদ্র ঋণের প্রচারিত সফলতায় সন্দেহ প্রকাশ করে, এবং

- ক্ষুদ্র ঋণের কারণে ঋণ গ্রহিতাদের না না ধরনের দুর্ভোগের চিত্র তুলে ধরেন।

এ লেখাগুলিও সীমিত তথ্য এবং মূলতঃ anecdotal evidence-এর উপর ভিত্তি করে লেখা। এগুলো ছাপা হয়েছে প্রধানতঃ জনকণ্ঠে।

এসব লেখা-লেখির সূত্রপাত, Tom Heinemann পরিচালিত Caught in Micro-debt নামের একটি প্রামান্যচিত্রকে কেন্দ্র করে। গ্রামীণ ব্যাংক তথা ক্ষুদ্র ঋণ প্রদানকারী এন জি ও-এর সার্বিক কার্যকলাপের উপর ভিত্তি করে এই প্রামান্যচিত্রটি তৈরী। আমার এ লেখার উদ্দেশ্য উপরে উল্লেখিত দুধারার লেখার আলোচনা কিংবা প্রামান্যচিত্রটির বিশ্লেষণ করা নয়। তবে পাঠকরা যারা দুধারার লেখাগুলি পড়েননি অথবা প্রামান্যচিত্রটি দেখেননি, অথবা দেখার সুযোগ হয়নি, তাদের প্রতি এই ছবিটি দেখার এবং নিজেস্ব মতামত গঠনের জন্য, আমার স্বাদর আমন্ত্রণ রইল।

ক্ষুদ্র ঋণের যে বিষয়টি সবচেয়ে বেশী সমালোচিত হয় তা হচ্ছে উচ্চ সুধের হার। তিনশত ছয়চল্লিশটি (৩৪৬) বিশেষ ক্ষুদ্র ঋণ প্রদানকারী সংস্থার উপর এক জরিপে দেখা যায়, তাদের সুধের হার শতকরা ২০ থেকে ৪০-এর মাঝে (Cull et al., 2009)। অনেক ক্ষেত্রে তার চেয়েও বেশী, শতকরা প্রায় ৬০ (Bhusal, 2010, p.15), কিংবা তারও উর্ধে (Yunus, 2010, p.13)। সন্দেহ নেই, সুদের হার অত্যধিক বেশী। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, ক্ষুদ্র ঋণের কার্যকারিতা বিশ্লেষণের এটাই কি মূখ্য মাপকাঠি (indicator)? অন্যদিকে, ক্ষুদ্র ঋণ ও গ্রামীন ব্যাংকের সাফল্যের যে মাপকাঠিটি ক্ষুদ্র ঋণ সংস্থার পক্ষ থেকে ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয়ে আসছে তা হচ্ছে ঋণ পরিশোধের হার (repayment rate), যা কিনা শতকরা ৯৮-এরও অধিক (Yunus, 2010, p. x । অবশ্য এ সংখ্যা ৯০-এর নীচে বলে অনেকে মনে করে (Jain and Moore, 2003)। এখানেও একই প্রশ্ন- এটাই কি ক্ষুদ্র ঋণের সাফল্যের প্রধান মাপকাঠি হওয়া উচিত? সমালোচনার জন্য সূধের হার, আর সাফল্য প্রমানের জন্য পরিশোধের হার, এর কোনটাই আমাদের প্রধান বিবেচ্য বিষয় হবার কথা নয়, যদি না ক্ষুদ্র ঋণ তার কাংক্ষিত লক্ষ্য, গরীবি-হটাতে সক্ষম হয়। চীনের নেতা Deng Xiaoping -এর একটি উক্তি এ প্রসঙ্গে অত্যন্ত প্রসাঙ্গিক - 'বিড়ালের রং কালা না ধলা, তা দেখার বিষয় নয়; বিড়াল ইঁদুর মারতে পারে কিনা সেটাই আসল কথা' ('It doesn't matter if a cat is black or

white, so long as it catches mice')।

ক্ষুদ্র ঋণের মূল উদ্দেশ্য গরিবি-হটানো (Yunus, 1999; Yunus, 2003)। এটা জাতিসংঘের Millennium Development লক্ষ্যেরও একটি প্রধান লক্ষ্য। তাই অন্য কিছু নয়, মূল লক্ষ্য অর্জিত হচ্ছে কিনা সেটাই হওয়া উচিত বিবেচ্য বিষয়। এ মন্তব্যকে সমর্থন করে Pollin (2007, p.1) বলেন - '.. as a tool for fighting global poverty, microcredit should be judged by its effectiveness, not good intentions'। এদিকটা পর্যালোচনা করাই এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

সম্ভবত (এই মূহুর্তে ঠিক স্বরণ নেই) ২০১১-এর এপ্রিলের শুরুতে একটা ই-মেইল পাই। পাঠিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত আমার ছেলেবেলার এক বন্ধু, পেশায় অর্থনীতিবিদ। একটি চিঠি সংযোজিত ছিল সেই ই-মেইলে, যার শিরোনাম - 'A public letter of support for Dr Yunus and the Grameen Bank'। এ চিঠিতে সাক্ষর করেছে দেশে-বিদেশে বসবাসরত এবং মূলতঃ বিশ্ববিদ্যালয়ে কার্যরত দু'ডজন বা-ালি ব্যক্তিত্ব। চিঠির প্রথম প্যারাতে বলেছেন '..... we write to express our .... support for the enormous contributions made by micro-credit ..... to the task of poverty alleviation in Bangladesh and worldwide'। পূর্বের মতই, এখানেও সেই একই প্রশ্ন - গরীবি-হটাতে, কি সেই enormous contributions? আগেই বলেছি, এ বিষয়টি পর্যালোচনা করাই আমার এ লেখার বিষয়, আর তা করার চেষ্টা করেছি এ বিষয়ে সমকালিন সময়ে প্রকাশিত গবেষনামূলক প্রবন্ধের ভিত্তিতে। আশা করি এ প্রবন্ধ আলোচ্য বিষয়ে ভবিষ্যত আলোচনাকে উদ্দীপিত করবে।

গত তিন দশক ধরে ক্ষুদ্র ঋণ তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নের একটি প্রধান কৌশল (strategy) হিসেবে পরিগনিত হয়ে আসছে। এক পরিসংখ্যানে দেখা যায়, ১৯৯৭ থেকে ২০০৭-এর মাঝে ঋণ গ্রহিতার সংখ্যা বেড়েছে ১৩.৫ মিলিয়ন থেকে ১৫৫ মিলিয়নে। সেই সময়ে, ক্ষুদ্র ঋণ প্রদানকারী সংস্থার সংখ্যা ৬১৮ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩৫৫০-এর অধিক (Daley-Harris, 2009)। ক্ষুদ্র ঋণ দাতা এবং গ্রহিতার সংখ্যা বাড়া কি প্রমান করে? প্রমান করে কি, গরিবি-হটাতে ক্ষুদ্র ঋণের ব্যাপক ইতিবাচক প্রভাব? নাকি এ ঘটছে অন্য কোন অর্থনীতি সম্পর্কিত কারণে? বাংলাদেশের মত একটি দরিদ্র দেশে যেখানে শতকরা ৮০ ভাগের অধিক জনগণ দৈনিক $২-এর দারিদ্র সীমার নীচে, সেখানে ঋণের চাহিদা অবশ্যই থাকবে। যেখানে ঋণ প্রদানে কমতি নেই (ক্ষুদ্র ঋণ প্রদানকারী সংস্থার সংখ্যা বৃদ্ধিই তার প্রমান), তার চাহিদা বীজগনিতের হারে বাড়বে, সেটাই স্বাভাবিক। আর তাই ঘটেছে। এ বাড়ার কারণে ঋণ দাতাদের মাঝে হয়তো এক ভ্রান্ত ধারণা জন্মেছে যে, সর্বরাহ (supply) চাহিদার (demand) সৃষ্টি করে, a la Say's Law (Say, 1971)। বাস্তবে, বাজার যদি দ্রুত সম্প্রসারিত না হয়, শুধুমাত্র ঋণের সর্বরাহ ব্যবসার সাফল্য নিঃশ্চিত করতে পারে না (Pollin, 2007) (এ বিষয় এবং এর সম্পৃক্ত বিষয়াদি নিয়ে বিষদভাবে ভবিষ্যতে লিখবো বলে আশা রাখছি)।

গরিবি-হটানোর কৌশল হিসেবে ক্ষুদ্র ঋণের প্রভাব কেমন তা বলতে গিয়ে অধ্যাপক ইউনূস বলেন- 'Micro-credit is not a (miracle) cure that can eliminate poverty in one fell swoop' (Yunus, 2003, p.171)। তাহলে? তিনি অবশ্য মনে করেন - 'it can end poverty for many' (Yunus, 2003, p.171)। প্রশ্ন হচ্ছে - তাদের সংখ্যা কত? অধ্যাপক ইউনূস সম্প্রতি দাবী করেনঃ প্রতি বছর শতকরা ৫ জন গ্রামীন ব্যাংকের সদস্য দারিদ্র সীমা (দিনে $2 নীচে আয়) থেকে বেড়িয়ে আসে (The Economist, 16 July, 2009)। নিঃসন্দেহে, এটা একটি বিশাল সাফল্য। বাস্তবে কি তাই?

অপ্রাতিষ্ঠানিকভাবে ৭০ দশকের মাঝামাঝিতে এবং প্রাতিষ্ঠানিকভাবে ৮০ দশকের প্রারম্ভে গ্রামীন ব্যাংক তথা আধুনিক ক্ষুদ্র ঋণের যাত্রা শুরু হলেও, গরিবি হটানোর কার্যকারিতায় এ কৌশলের সাফল্য নির্ধারণের গবেষনামূলক কাজ শুরু হয় ৯০ দশকে। এ বিষয়ে Hume and Mosley (1996) রচিত 'Finance Against Poverty' গ্রন্থটি উল্লেখযোগ্য। গবেষনামূলক প্রবন্ধের উপর ভিত্তি করে রচিত এ গ্রন্থে যা দাবী করেন তা সত্যি ভীতিকর। তাদের মতে - poor borrowers ($2 দারিদ্র সীমার নীচে যারা) do not benefit from microloans, its only the borrowers above the poverty line enjoy positive impacts)। তাহলে ব্যাপারটা কি দাঁড়ালো? যাদের জন্য ঋণ তাদেরই কাজে লাগে না, মানে দারিদ্র সীমা থেকে বেড়িয়ে আসতে পারছে না। সম্প্রতি ফিলিপিনস-এ এক গবেষনায় একই ধরনের ফলাফল দেখা গেছে (Karlan and Zinman, 2010)। শুধু তাই নয়, Karnani (2007, p.36) তার গবেষনায় দাবী করেন - 'in some instances microcredit makes life at the bottom of the pyramid worse'।

সম্প্রতি বাংলাদেশের ক্ষুদ্র ঋণ সম্পর্কিত তথ্য ও পরিসংখ্যান নিয়ে যারা গবেষনা ভিত্তিক কাজ করেছেন তাদের মাঝে Roodman and Morduch (2009)-এর কাজটি পদ্ধতিগত দিক থেকে উল্লেখযোগ্য। এ গবেষনায় ক্ষুদ্র ঋণ

এবং গরিবি হটানোর মধ্যে ইতিবাচক (positive) সম্পর্ক পরিলক্ষিত হয়নি। প্রায় এক যুগ আগে বাংলাদেশের উপর আরও একটি গবেষনায় Morduch (1998) একই ধরনের উপসংহার টেনেছেন। তার ভাষায় - 'The most important potential impacts are thus associated with the reduction of vulnerability, not of poverty *per se* '(p. 1)। বাংলাদেশের উপর আরও একটি গবেষনায় (Madajewicz, 2003) Morduch (1998)-এর ফলাফলকেই সমর্থন করে।

ক্ষুদ্র ঋণের প্রভাবের এ ধরনের ফলাফল যে শুধুমাত্র বাংলাদেশের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, তা নয়। Banerjee et al. (2009) ভারতের হায়দ্রাবাদে এবং কেনিয়ায়, আর Karlan and Zinman (2010) ফিলিপিনসে তাদের গবেষনায় একই ধরনের উপসংহার টানেন। সামগ্রিকভাবে এই তিনদেশের তিনটি গবেষনা প্রবন্ধ থেকে বলা যায় - '... microfinance had positive impacts on business investment ... but did not have impacts on broader measures of proverty and social well-being' (Odell, 2010)। বৃটিশ সরকারের আর্থিক সহযোগিতায় সম্প্রতি (অগাষ্ট ২০১১) একটি বিশ্লেষনধর্মী গবেষনা রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে (Duvendack et al., 2011)। পূর্বের অন্যান্য গবেষনার ফলাফলের মতই, এ রিপোর্টও উপসংহার টানে - 'Despite the apparent success and popularity of microfinance, no clear evidence yet exists that microfinance programs have positive impacts (Duvendack et al., 2011, p. 2)।

Social well-being অর্থাৎ, সামাজিক অগ্রগতির মাপকাঠির মধ্যে যা যা অন্তর্ভূক্ত তা প্রধানতঃ স্বাস্থ্য, শিক্ষা, নারী দ্বারা সিদ্ধান্ত গ্রহনের সুযোগ বা অধিকার অর্জন (women's empowerment) ইত্যাদি। সামাজিক অগ্রগতির মাপকাঠির উপর ক্ষুদ্র ঋণের সরাসরি তেমন কোন ইতিবাচক প্রভাব নাও থাকতে পারে বলে অনেকে দাবী করেন (Banerjee et al., 2009, p.1 : '(in our study) we found no impact (of microfinace) on meaures of health, education, or women's decision-making'), তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত শ্রীলংকা এবং ভারতের অন্ধ্যপ্রদেশ। বিশ্বময় ক্ষূদ্র ঋণের বিল্পব ও বিস্তারের অনেক পূর্বেই শ্রীলংকা সামাজিক অগ্রগতির মাপকাঠিতে অনেক অগ্রগামী ছিল, যা কি না ধরা হত উন্নত বিশ্বের সমকক্ষ্য। অন্ধ্যপ্রদেশের বেলায়ও একই মন্তব্য প্রযোজ্য। ভারতের অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় সামাজিক অগ্রগতির মাপকাঠিতে অন্ধ্যপ্রদেশ অনেক এগিয়ে, যেখানে ক্ষুদ্র ঋণের তেমন কোন ভূমিকা নেই। সম্প্রতি বাংলাদেশের অভিজ্ঞতার আলোকে Bhusal (2010) women's empowerment সম্পর্কে Banerjee et al. (2009)-এর মতই মন্তব্য করেন। Bhusal (2010, p.13) বলেন - 'the link between microfinance and women's empowerment is not as strong as generally perceived'।

উপরের গবেষনার যে কোন ব্যতিক্রম নেই, তা নয়। যেমন বাংলাদেশে Khandker (2005)- এর প্রবন্ধ। তার মতে ক্ষুদ্র ঋণ ঋণ-গ্রহিতার উন্নয়নে সহায়ক। তবে তা অতি 'modest' (Roodman and Qureshi, 2006, p. 36) । যেমন, প্রতি ১০০ টাকা ঋণে একজন মহিলা ঋণ গ্রহিতার আয় বাড়ে ৫ টাকা। উন্নয়নে ক্ষুদ্র ঋণের এই মাত্রার প্রভাবের উপর মন্তব্য করতে গিয়ে Roodman and Qureshi (2006, p. 36) বলেনঃ '.... a $250 one-year loan would raise a borrower's income by $12.50 per year or about $0.03 per day. For someone living on $2 per day that is a 1.5 per cent increase. This does not live up to the microfinace hype'। পূর্বে Pitt and Khandker (1998) ক্ষুদ্র ঋণ ও গরিবি-হটানোর মধ্যে সম্পর্ক আছে বলে দাবী করলেও, একই তথ্য ও পরিসংখ্যান নিয়ে কাজ করে পর্যায়ক্রমে Morduch (1998), Chemin (2008), Duvendack (2010) এবং Duvendack and Palmer-Jones (2011) দাবী করেন যে, Pitt and Khandker (1998) 'overestimate (d) the impact of microcredit (Duvendack et al., 2011, p. 61)। গত পাঁচ-ছয় বছরে (২০০৫-২০১০) প্রকাশিত দেশে-বিদেশের বিভিন্ন গবেষনা প্রবন্ধের উপর ভিত্তি করে 'Measuring the Imapct of Microfinace - Taking Another Look শিরোনামে বিশ্লেষনধর্মী এক সংক্ষিপ্ত সংকলন প্রকাশিত হয়। এর গ্রন্থকার Odell (2010)। তিনি তার উপসংহারে মন্তব্য করেন - 'the overall effect on the incomes and poverty rates of microfinance clients is less clear, as are the effects of microfinance on measures of social well-being, such as education, health and women's empowerment' (p.6)।

উপরের বিশ্লেষন থেকে তাহলে নিঃর্দিধায় বলা যায়, Anecdotal evidence-এর ভিত্তিতে বিচ্ছিন্ন কিছু গল্পের মাঝে গরিবি-হটানোর প্রেক্ষাপটে ক্ষুদ্র ঋণ সম্পর্কে আমরা যতই আশাবাদী হই না কেন, এ বিষয়ে গবেষনার ফলাফল আমাদের নিরাস করে। বিশ্লেষনে প্রতিয়মান যে, গরিবি হটানোর কৌশল হিসাবে ক্ষুদ্র ঋণের প্রভাব হয় নেতিবাচক (negative) (Karnani, 2007), অথবা বড়জোড় অস্পষ্ট (Odell, 2010; Duvendack et al., 2011) এবং সন্দেহাপন্ন (Banerjee et al., 2009)। সংগত কারণেই প্রশ্ন উঠে - তাহলে, বিলিয়ন-বিলিয়ন ডলার কি অন্য কোন খাতে বিনিয়োগ করা যেত, গরিবি হটাতে যার প্রভাব আরও বলিষ্ঠ হতে পারতো? এর উত্তরে Karnani (2007, p.34)-এর উক্তি অত্যন্ত জোড়ালো। তার মতে - 'If societies are serious about helping the poorest

of the poor, they should stop investing in microfinance and start supporting large, labour-intensive industries'।

কাংক্ষিত লক্ষ্য, গরিবি-হটানোর ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র ঋণের ইতিবাচক প্রভাব যেখানে অস্পষ্ট ও সন্দেহাপন্ন, সেক্ষেত্রে অধ্যাপক ইউনূসের দাবী - '5 per cent of Grameen Bank's clients exit poverty every year' (The Economist, 2009), কিংবা, ক্ষুদ্র ঋণ কৌশল অবলম্বনে 'We will make Bangladesh free from poverty by 2030' (Financial Express, 2007) কতটুকু সংগত?

ক্ষুদ্র ঋণ যে, কোন কাজেই আসে না, তা নয়। অনেকের মতে যারা দারিদ্র সীমার (দিনে $2 আয়) নীচে তাদের জন্য ক্ষুদ্র ঋণ এক ধরনের 'safety net' প্রদান করে। যার সহজ মানে, ক্ষুদ্র ঋণ দরিদ্রদের 'জিয়িয়ে জিয়িয়ে জীবিত' রাখে। আর সেখানেই বাংলাদেশের বদরুদ্দিন ওমর সহ আরও অনেকের আপত্তি। তাদের মতে, এই 'জিয়িয়ে জিয়িয়ে জীবিত' রাখার কৌশল তৃতীয় বিশ্বে সামাজিক বিল্পব ঘটার প্রধান প্রতিবন্ধকতা। এই দাবী যে শুধু বদরুদ্দিন ওমর বা তাদের মত চিন্তাধারার লেখকদের তাই নয়; সেই সাথে আরও অনেকের (Bateman, 2010)। তবে কি তৃতীয় বিশ্বে সামাজিক বিল্পব রোধে দরিদ্রদের 'জিয়িয়ে জিয়িয়ে জীবিত' রাখাই ক্ষুদ্র ঋণের প্রধান লক্ষ্য? কারা আছে এর পিছনে? ৭০ দশকে পশ্চিমা বিশ্বে, বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্রে Neo-liberal ধারনার উত্থানের সাথে বিশ্বময় ক্ষূদ্র ঋণের বিল্পব ও বিস্তারের কোন সম্পৃক্ততা আছে কি?*

---

* অনিচ্ছা সত্ত্বেও, জীবনের বিভিন্ন কর্ম ব্যস্ততায় লেখাটি লেখায় এবং প্রকাশনায় অনেক দেরী হওয়ায়, আমি দুঃখিত। গরিবি-হটাতে কৌশল হিসেবে ক্ষুদ্র ঋণ কেন যথাযথ পদক্ষেপ নয়, ভবিষ্যতে তা লেখার ইচ্ছে রইল।

Reference:

1. Banerjee, A, Duflo, E., Glennerster, R and Kinnan, C. (2009), The miracle of microfinance? Evidence from a randomised evaluation (Working Paper). Massachusetts Institute of Technology.

2. Bateman, M (2010), Why Doesn't Microfinance Work?, Zed Books Limited, London.

3. Bhusal, M K (2010), Myths of microfinance, Global South Development Magazine, Oct-Dec.

4. Chemin, M (2008) The benefits and costs of microfinance: evidence from Bangladesh. Journal of Development Studies, 44, 4, 463-484.

5. Coleman, B. E (1999), The impact of group lending in Northeast Thailand, Journal of Development Economics, 60, 105-141.

6. Cull, R, Asli, D-K and Morduch, J (2009), Microcredit meets the market, Journal of Econonics Perspectives, 23, 1, 167-192.

7. Daley-Harris, S (2009), State of the Microcredit Summit Campaign Report, Washington D.C.: Microcredit Suvmit Campaign.

8. Duvendack, M (2010) Smoke and mirrors: evidence from microfinance impact evaluations in India and Bangladesh. Unpublished PhD Thesis. School of International Development. Norwich: University of East Anglia.

9. Duvendack, M and Palmer-Jones R (2011) High noon for microfinance impact evaluations: re-investigating the evidence from Bangladesh. Working Paper 27, DEV Working Paper Series, The School of International Development, University of East Anglia, UK.

10. Financial Express, February 18, 2007, Bangladesh will send poverty to museum by 2030: Yunus.

11. Hume, D and Mosley, P (1996), Finance Against Poverty, Routledge, London.

12. Jain, P and Moore, M (2003), What makes microcredit programme effective? Fashionable fallacies and workable realities. IDS Working paper 177, Institute of development Studies, University of Susses, UK.

13. Karlan, D and Zinman, J (2010), Expanding credit access: using randomised supply decisions to estimate the impacts. Review of Financial Studies, 23, 1, 433-464.

14. Khandker, S (2005), Microfinance and poverty: evidence using panel data from Bangladesh, World Bank Economic Review, 19, 2, 263-286.

15. Karnani, A (2007), Microfinance misses its mark, Stanford Social Innovation Review, Summer.

16. Madajewicz, M (2003), Does the credir contract matter? The impact of lending programs on poverty in Bangladesh, Working Paper, Columbia University.

17. Morduch, J (1998), Does microfinance really help the poor? New evidence from Flagship Programs in Bangladesh. Department of Economics and HIID Harvard University and Hoover Institution Stanford University

18. Odell, K (2010), Measuring the impact of microfinance - Taking another look, Grameen Foundation Publication Series, Grameen Foundation, USA.

19. Pollin, R (2007), Microcredit: False hopes and real possibilities, Foreign Policy Focus, http://www.fpif.org/fpiftxt/4323, accessed on August 5, 2011.

20. Roodman, D and Qureshi, U (2006), Microfinance as Business, Center for Global Business, Washington D C.

21. Roodman, D and Morduch, J (2009), The impact of microcredit on the poor in Bangladesh, Revisiting the evidence, Center for Global Development.

22. Say, J-B (1971), A Treastise on Political Economy or the Production, Distribution and Consumption of Wealth, Augustus M. Kelley Publisher, NY.

23. The Economist, 16 July, 2009.

24. Yunus, M (1999) Banker to the poor: microlending and the battle against world poverty. New York: Public Affairs.

25. Yunus, M (2003), Banker to the Poor: Micro-lending and the Battle Against World Poverty, Part 2, Public Affairs, NY.

26. Yunus, M and Weber, K (2010), Building Social Business, BBS, Public Affairs, NY.